স্মরণিকা

গোপাল নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়

সুবর্ণ জয়ন্তী - ২০১৫

(১৯৬৪ - ২০১৫)

গোপাল নগর, ডাকঘর - খারুপেটিয়া
দরং, অসম, পিন নং - ৭৮৪১১৫

সম্পাদিকা
তুলিকা সাহা

মা কামাখ্যাকে নাচতে দেখেছিলেন যাঁরা

ড° পরিমল কুমার দত্ত

"সর্বেষামেব পীঠানাং প্রধানং যোনিপীঠকম্।
তত্র সম্পূজিতা দেবী ঝটিত্যেব প্রসীদতি।।"
(মহাচীনাচারতন্ত্র)

কামাখ্যাপীঠ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শাক্তপীঠ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে লক্ষ লক্ষ ভক্তকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত ও প্রান্তর থেকে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছে ও আসছে। দুর্গা, কালীর সঙ্গে মা কামাখ্যা অভিন্না বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। মা কামাখ্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই কাহিনীগুলোর অন্যতম একটি কাহিনীর উল্লেখ করছি, "মা কামাখ্যাকে নাচতে দেখেছিলেন যাঁরা" শীর্ষক রচনায়।

কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ রায় কামাখ্যা মায়ের মন্দির পুনর্নির্মান ও সংস্কারের কাজ শেষ করালেন ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ভাই চিলা-রায়ের তত্ত্বাবধানে। মহারাজ নরনারায়ণ রায়, তাঁর স্ত্রী মহারানী ভানুমতী, ভাই চিলা রায় ও তাঁর পত্নী চন্দ্রপ্রভার উপস্থিতিতে সাড়ম্বরে মা কামাখ্যাকে মন্দির উৎসর্গ করা হল। বিশাল অর্থ ব্যয় করে মন্দির পুনর্নির্মান, সংস্কার, উৎসর্গ-অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও মা কামাখ্যার একনিষ্ঠ ভক্ত মহারাজ নরনারায়ণ কিংবা চিলা রায় কিংবা ঐ রাজ পরিবারের কোনো সদস্যই কোনোদিনই মা কামাখ্যার দর্শন করতে পারলেন না। আজও রেল বা সড়কপথে এই রাজ পরিবারের কেউ কামাখ্যা ক্ষেত্রের নীলাচল পাহাড়ের পাশ দিয়ে গেলে চোখ বন্ধ করে রাখেন। কিন্তু কেন? মা কামাখ্যার অভিশাপে। মা কামাখ্যা কেনই বা অভিশাপ দিলেন? কী অভিশাপ দিয়েছিলেন? এই প্রশ্নগুলো আজও একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যায় বলীয়ান্ শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ঝড় তুলেছে। ঘটনার সত্যতা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন। কিন্তু যখন রাজ পরিবারের সদস্যদের এই কামাখ্যাক্ষেত্রে আগমন এখনও নিষিদ্ধ বলে শুনে থাকেন তখন অনেকেই এই কাহিনির সত্যতা স্বীকার করে নেন। কাহিনিটা হচ্ছে এরকম -

মা কামাখ্যার একনিষ্ঠ ভক্ত পূজারী- ব্রাহ্মণ কেন্দুকলাই প্রতিদিন মায়ের পুজো করেন। গুরুগম্ভীর সংস্কৃত উচ্চারণ ও শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে মায়ের সন্ধ্যারতির কৌশলে তিনি ছিলেন পারদর্শী। একাগ্রচিত্তে মাকে ডাকতেন ও নেচে নেচে আরতি করতেন। একমনে মায়ের স্তোত্র পাঠ করতেন -

জয় কামেশি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিনি।
জয় সর্বগতে দেবি কামেশ্বরি নমোৎস্তুতে।।
বিশ্বমূর্ত্তে শুভে শুদ্ধে বিরূপাক্ষি ত্রিলোচনে।।
ভীমরূপে শিবে বিদ্যে কামেশ্বরি নমোৎস্তুতে।।
(যোগিনীতন্ত্র)

ভক্তের আকুল আবেদন, মন্ত্রোচ্চারণের গম্‌গম্ আওয়াজ ও নৃত্যের অপূর্ব ভঙ্গিমায় মা কামাখ্যা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। অপূর্ব সুন্দরী যুবতীর রূপ ধরে মা কামাখ্যাও তালে তালে নাচতে আরম্ভ করলেন কেন্দুকলাইয়ের সাথে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকল। দিন যায়, মাস যায়। কেন্দুকলাইয়ের সাথে মা কামাখ্যার নাচের কথা এক কান, দুই কান হতে হতে পৌঁছে গেল রাজা নরনারায়ণের কানে। রাজা ছুটে এলেন কামাখ্যাক্ষেত্রে। দেবীকে স্বচক্ষে দেখবার জন্য ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন। কেন্দ্রকলাইকে ডেকে পাঠালেন। কেন্দুকলাই উপস্থিত হলেন। মহারাজ বললেন, "হে পূজারী-ব্রাহ্মণ, আপনাকে প্রণাম। হাজার হাজার বছর সাধনা করেও কোনো সাধকই কামাখ্যা দেবীর এরকম দর্শন পান নি। আপনি মহা ভাগ্যবান্। আপনি মায়ের দর্শন পাচ্ছেন প্রতিদিনই। আপনিতো জানেন আমাদের পরিবারের সবাই মা কামাখ্যার প্রতি কত অনুরক্ত! আমি নিজেও একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। আপনি যেরূপে মা কামাখ্যাকে দেখছেন আমিও সেই রূপেই দেখতে চাই। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।" রাজার কথা

শুনে কেন্দুকলাই নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। একথা শুনে তাঁর মাথায় বজ্রাঘাত! কোনো বিপদ আসন্ন বোধ হয়! বুকটা তাঁর কেঁপে উঠল অমঙ্গল আশঙ্কায়। তিনি রাজাকে বললেন, "মহারাজ, এরকম ছলচাতুরি করে জগ-মাতাকে দর্শন করতে নেই। ভক্তির সঙ্গে মাকে ডাকুন। আপনার আকুল প্রার্থনায় মা আর দূরে থাকতে পারবেন না। তিনি দর্শন দিবেন।"

কিন্তু কেন্দুকলাইয়ের কথায় রাজা নরনারায়ণ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। পূজারীর উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। গরীব পূজারী মহারাজের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। অবশেষে রাজী হলেন। রাজাকে নির্দেশ দিলেন কোথায় দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে হবে। তাঁর নির্দেশ রাজা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সূর্য্য অস্ত গেল। সান্ধ্যপুজোও শেষ হল। এবারে সন্ধ্যারতি আরম্ভ হবে। কেন্দুকলাই প্রস্তুত হলেন। মনে মনে ভয়। অজানা বিপদের আশঙ্কায় বুকটা বার বার কেঁপে উঠছে। যা হবার হবে! দেশের প্রধান যে এই রাজা! তাঁকে কীভাবে পুরোপরি উপেক্ষা করা যায়। এই ভাবনা নিয়েই একাগ্রচিত্তে শুরু করলেন স্বভাবসিদ্ধ ভক্তিমায় মায়ের আরতি ও মন্ত্র-উচ্চারণ। মা আর স্থির থাকতে পারলেন না। ঘণ্টাধ্বনির তালে তালে কেন্দুকলাইয়ের সাথে নাচতে আরম্ভ করলেন অপূর্ব দৃশ্য। এদিকে রাজা উদ্‌গ্রীব হয়েই ছিলেন। নাচের আওয়াজ শোনামাত্রই আর স্থির থাকতে পারলেন না। গবাক্ষের ফাঁক দিয়ে (মতান্তরে বেড়ার ছিদ্র দিয়ে) মায়ের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখলেন। নয়নভরে দেখলেন মায়ের অপূর্ব রূপ। মা তো অর্ন্তযামী। তৎক্ষনাৎ এক সুন্দরী নৃত্যপটীয়সী নারীর অবয়ব পরিবর্তন করে উগ্ররূপ ধারণ করলেন। কেন্দুকলাইকে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, তুমি অবিশ্বাসের কাজ করেছ। বিশ্বাসভঙ্গের মত এত বড় পাপ আর নেই! আমার সঙ্গে এত বড় প্রতারণা কেন করলি? এর ফল তোকে ভোগ করতেই হবে। আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি। এই মুহূর্তে তোর মাথাটা তোর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নীচে পড়ে যাবে। সবাই জানুক যে মা কামাখ্যার সাধে বিশ্বাসভঙ্গ করলে সে যত বড়ই ভক্ত হোক না কেন তার পরিণতি এটাই হবে।" মা কামাখ্যার অভিশাপে কেন্দুকলাইয়ের মাথাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে নীচে পড়ে গেল। এভাবেই মহারাজ নরনারায়নের ইচ্ছাপুরণ করতে গিয়ে ভক্ত ও গরিব পূজারী কেন্দুকলাইকে হঠাৎই পৃথিবী থেকে চলে যেতে হন।

কোনো কোনো গবেষকের মতে কেন্দুকলাই দেবীর অভিশাপে দুচোখের দৃষ্টি হারিয়েছিল অথবা পাথরে পরিণত হন।

এরপরই মায়ের কোপদৃষ্টি পড়ল মহারাজ নরনারায়নের উপর। মা বললেন, "হে রাজা! তুমি এই মুহূর্তে নীলাচল পাহাড় ছেড়ে চলে যাও। তুমি কিংবা তোমার বংশধরগণ কোনোদিনও এই পীঠস্থানে আসবে না। যদি কখনও এই পাহাড় আরোহণ করার চেষ্টা কর অথবা আমার মন্দির দর্শন করার চেষ্টা কর তাহলে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত এবং তুমি নির্বংশ হবে। তোমার বংশধরদের ক্ষেত্রেও এই অভিশাপ কার্যকরী হবে যদি তাদের কেউ এই আদেশ লঙ্ঘন করে।" এই কথা বলে দেবী অর্ন্তহিত হলেন।

"অভিশাপগ্রস্ত রাজা ব্যথিত চিত্তে দেশে ফিরলেন। তারপর থেকে নরনারায়ণ কোনও দিন এই তীর্থক্ষেত্রে আসার সাহস করেননি। গত সাড়ে চারশো বছর তাঁর বংশধরগণও কামাখ্যায় আসেন নি। কোচবিহারের রাজবংশ আজও না কি তাঁদের পাণ্ডার মাধ্যমে মা কামাখ্যার পুজোর খরচ পাঠান।" (দেবীপীঠ কামাখ্যা)